নতুন আমেরিকান নাগরিকদের স্বপ্ন ব্যবসায় সাফল্য লাভ আর পরিবার গড়ে তোলা

এলিজাবেথ কেলিহার
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২৬শে জুলাই -- ইমরান আফতাব পাকিস্তানের করাচি নগরের এক দরিদ্র এলাকায় বড় হয়েছে। ১৯৯১ সালে নিউ ইয়র্কের বার্ড কলেজে বৃত্তি নিয়ে সে যুক্তরাষ্ট্রে আসে। এরপর সে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছে, বিয়ে করেছে এবং দু'টি সন্তানের বাবা হয়েছে (তার আরেকটি সন্তানও শিগগিরই আসছে পৃথিবীতে)। এ দেশে সে প্রতিষ্ঠা করেছে একটি সফল ইন্টারনেট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, যেখানে পাকিস্তানের ৩০ জন লোক কাজ করে।

কিন্তু এত সব কিছু অর্জনের পরও আফতাবের কাছে সেই অর্জনটিই সবচাইতে বড় যা সে পেয়েছে ২৪শে জুলাই। এটি তার জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন কারণ এ দিনেই সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে শপথ গ্রহণ করে। সে জানায়, "আজকে রাতে আমি আমার পাসপোর্ট পাব।" একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমেরিকার পাসপোর্ট নিয়ে ব্যবসার কাজে আর্জেন্টিনা, কানাডা, ফিলিপাইন বা দক্ষিণ আফ্রিকার মত বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করা তার জন্য এখন সহজতর হবে।

আফতাব বলে, একজন সদ্য আমেরিকার নাগরিক হিসেবে তার কিছু কিছু আদর্শগত লক্ষ্য রয়েছে। সে আশা করে সে তার পাকিস্তানি কর্মীদের দেখাতে পারছে কিভাবে একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী ও একজন মুসলিম হিসেবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও কাজ করে যাচ্ছে যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তার ক্লায়েন্টও হয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট অব ভেটারান অ্যাফেয়ার্স-এ আরো ২৪ জন লোক আফতাবের সাথে নাগরিক হিসেবে শপথ গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রতি বছর ৭০ হাজার লোককে নাগরিকত্ব প্রদান করে।

এই সকল নতুন নাগরিকদের কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করতে বা মুক্তভাবে কথা বলতে। কেউ এসেছিল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার খোঁজে। আমেরিকান নাগরিককে বিয়ে করার কারণেও কেউ কেউ এসেছিল।

এক ভিডিও প্রেজেন্টেশনে প্রেসিডেন্ট বুশ নতুন নাগরিকদের অভিবাদন জানিয়ে বলেন, "আপনার ঘর এখন আপনার দেশ।" তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে অভিবাসীদের দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা (ইউ.এস. সিটিজেনশীপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস)-এর পরিচালক এমিলিও গনজালেস নতুন নাগরিকদের শপথবাক্য পাঠ করান এবং "আমেরিকান বাই চয়েস" পুরস্কার প্রদান

করেন। যে সব অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ও এর মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে, তাদেরকেই দেয়া হয় এ পুরস্কার। এবার এই পুরস্কারটি পেলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অ্যান্টোনিও টাগুবা এবং কাতিয়া বুলক।

টাগুবা ফিলিপাইন থেকে অভিবাসন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। সামরিক বাহিনীতে তার ছিল মর্যাদাপূর্ণ ক্যারিয়ার। ২০০৪ সালে ইরাকের আবু গ্রাইব কারাগারে বন্দি নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত করেন তিনি। ২০০৬ সালে অবসর গ্রহণের পর আমেরিকান সেনাদের প্রশিক্ষণ দেয় এরকম একটি 'মেন্টরিং গ্রুপ'-এর কর্মসূচি দলের নেতৃত্ব দেন এবং ক্যারিয়ারে সাফল্য লাভের জন্য এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বংশোদ্ভুত লোকদের তালিকাভুক্ত করেন।

বুলক যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে আসেন জার্মানি থেকে। এ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন প্রেসিডেন্টের কর্মী বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন।

'ডিপার্টমেন্ট অব ভেটারান অ্যাফেয়ার্স' মন্ত্রী জেমস নিকোলসন তার পূর্বপুরুষদের স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড থেকে অভিবাসনের কথা নতুন নাগরিকদের বলেন। তিনি বলেন, "আমরা (আমেরিকানরা) সবাই অভিবাসীদের থেকেই জন্মেছি।" আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা ও বিনোদন ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অবদানের কথা তিনি স্মরণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ডমিনিকান রিপাবলিকের বেসবল খেলোয়াড় স্যামি সোসা এবং কিউবান-আমেরিকান সঙ্গীত শিল্পী গ্লোরিয়া এস্টেফানের কথা উল্লেখ করেন।

১০ বছর আগে ইরাক থেকে পিতামাতাসহ যুক্তরাষ্ট্রে আসা কুড়ি বছর বয়সী ল্যান্স করপোরাল সোনা বাবানি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কাজে নেতৃত্ব দেয়। সে ভার্জিনিয়ার কুয়ান্টিকো মেরিন ঘাঁটিতে প্রশাসনিক কর্মী হিসেবে কাজ করে। সেদিন সে নিজেও নাগরিক হিসেবে শপথ নিয়েছে। তার পরিবার সম্পর্কে সে বলে, "আর সবার মত আমরাও এখানে এসেছি স্বাধীনতার জন্য।" সে আরো জানায়, নিজ পছন্দমত ধর্ম চর্চা করার স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতার মূল্য তার কাছে অনেক।

ভিসা ও অভিবাসন বিষয়ক আরো তথ্যের জন্য দেখুন:

http://usinfo.state.gov/gi/global_issues/immigration.html

==========

*(*ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov) যোগাযোগ করুন।*